ধানের শীষের ৮৫০ এজেন্টকে বের করে দিয়েছে আ’লীগ নেতাকর্মীরা: রবি

ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে প্রশাসনের সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা সব কেন্দ্র থেকে ধানের শীষের প্রায় ৮৫০ জন এজেন্টের বের করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবি।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ধানমণ্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রবি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এক হয়ে সব কেন্দ্র থেকে ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফের একটি ব্যর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। একটি আসনে এমন নির্বাচন না করে ঘোষণা দিলেই পারত।

বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, সরকার এতই ভীতু যে করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে মানুষ ভোট দিতে আসলেও ভোট দিতে পারছে না। নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করছে, নির্বাচনের নামে প্রহসন চলছে।

রবি বলেন, প্রার্থী হিসেবে আমি ভোট দিতে পেরেছি এটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না।

এসময় রবির প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সুত্র-যুগান্তর

ইমামদের দিয়ে করোনার প্রচার চালানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

আতঙ্ক না ছড়িয়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি দাফতরিক কাজও চালিয়ে যেতে বলেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনা নিয়ে আতঙ্ক তৈরি করা যাবে না। এ ছাড়া প্রচারের দিকে বেশি জোর দেয়ার তাগিদ দিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রচার বাড়াতে নির্দেশ দেন। তারকা (সেলিব্রেটি), মসজিদের ইমামদের দিয়ে প্রচারের উদ্যোগ নিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান এসব তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনার দোহাই দিয়ে আমরা কাজ কমিয়ে দেব সেটি হবে না। এটা বৈশ্বিক সমস্যা। এটি প্রতিরোধে যা যা করার তা করতে হবে। আতঙ্ক ছড়ানো যাবে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে রক্ষা করা। সেজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করা হবে। পাশাপাশি সবাইকে সচেতন হতে হবে।

এমএ মান্নান বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সেলফ কোয়ারেন্টিন করতে হবে। এখন প্রযুক্তির সময়। তাই প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক কাজই করা যায়। উনি (প্রধানমন্ত্রী) বলেছেন, সরকারি অফিস বন্ধ করা হবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাবধানে থেকে কাজকর্ম করবেন।

মন্ত্রী বলেন, বিভাগীয় শহরে করোনার পরীক্ষার সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

[redacted]: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]-[redacted]

[redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইতালি ফেরত দু’জনসহ তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারা এখন সুস্থ। বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা বিপদমুক্ত। করোনা একটি বৈশ্বিক সংকট। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে ভীত না হয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খান, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তরের সভাপতি বজলুর রহমান, যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ, স্বাচিপ মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজ প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

ফখরুল সাহেব, একটু পড়াশোনা করুন: হাছান মাহমুদ

করোনাভাইরাস নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে পড়াশোনা করতে বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

‘বিএনপি করোনাভাইরাস নিয়ে সরকারকে দোষারোপ করছে’- এমন মন্তব্যের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপির কাজ হচ্ছে

সমালোচনা করা। বিএনপি করোনাভাইরাস নিয়ে জনগণের জন্য কি করছে? তারা শুধুমাত্র ভুল খুঁজে বেড়ানোর রাজনীতিটা করছে। আর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে বলব, এ ব্যাপারে একটু পড়াশোনা করুন। কারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্তকে সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ’

তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, ইটালি কারিগরি এবং মেডিকেল সায়েন্সের দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নত এবং সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিক সক্ষমতাও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সব প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও তারা করোনাভাইরাস ঠেকাতে পারেনি। আমাদের সরকার সময়োচিত সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে ১০০টি দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে। মাত্র ৩ জন আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। আজকে এই বৈশ্বিক দুর্যোগের সময় রাজনৈতিক বাদানুবাদ না করে বরং সবাই একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা প্রয়োজন।’

তিনি বলেন, ‘দলের পোড় খাওয়া নেতাকর্মীরাই দলের নেতৃত্বে থাকবেন। আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল। সবাই এ দল করতে পারেন। সমর্থন করতে পারেন। কিন্তু সবাই এই দলের নেতৃত্বে আসতে পারেন না। নেতৃত্বে তারাই আসবেন, যারা দল এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অবিচল আস্থাশীল। যারা দলের সুসময় এবং দুঃসময় সব সময়ে দলের জন্য অবিচল কাজ করবেন।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে মুজিববর্ষের জনসমাগম সম্পৃক্ত কর্মসূচিগুলো স্থগিত করেছেন। তবে বাতিল করা হয়নি। আমরা কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস করতে যাচ্ছি।’

সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন, নাটোর জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল কুদ্দুস এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি, দলের উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খানসহ নাটোর জেলার আওয়ামী লীগের নেতারা যোগ দেন।

সুত্র-যুগান্তর

এবার আলোচনায় খুলনার শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া

সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের হোতা
* টাকার জোরে কেন্দ্র থেকে বাগিয়েছিলেন পদ
* স্বামী পলাতক, আয় নিয়ে সন্দেহ পুলিশের

শ্রমিক লীগ নেত্রী সাদিয়া আক্তার মুক্তা (৩২) এখন ‘টক অব দ্য খুলনা’। স্থানীয় আওয়ামী লীগকে পাত্তা না দিয়ে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদটি বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ জুলাই তাকে বহিষ্কার করা হয়।

সম্প্রতি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি বিশেষ টিম বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকায় সাদিয়াকে গ্রেফতার করেছে। তার বাসা থেকে ১২ ভরি ৩ আনা চোরাই সোনা এবং সোনা বিক্রির ২ লাখ ৮২ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সাদিয়া স্বর্ণ চোরাই সিন্ডিকেটের হোতা। গ্রেফতারে পর মঙ্গলবার তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। বৃস্পতিবার (আজ) রিমান্ডের শুনানি হবে। ঢাকা ও নরসিংদীতে যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়ার ‘পাপরাজ্যের’ নানা কাহিনী উদ্ঘাটনের সময় বেরিয়ে এল শ্রমিক লীগ নেত্রীর অপরাধ জগতে অবগাহনের খবর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জের নিশানবাড়িয়া এলাকার মৃত আলতাফ সরদার ও মৃত মোসাম্মদ ফরিদা বেগমের দ্বিতীয় কন্যা সাদিয়া। বাবা নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার পাশে মুদি দোকানের ব্যবসা করতেন।

দেড় যুগ আগে ঢাকার জুরাইন এলাকার ছেলে শুকুর আলীর সঙ্গে সাদিয়ার বিয়ে হয়। এ সময় শুকুর প্লট ও জমির ব্যবসা করতেন। সাদিয়া রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। তবে কয়েক বছর আগে কেন্দ্র থেকে খুলনা মহানগর মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পদটি বাগিয়ে নেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয়

আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে সাদিয়াকে দেখা যায়।

তবে নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করে যুগ্ম সম্পাদক জাহানারা বেগমকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পদ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতার সঙ্গে সাদিয়ার সখ্য ছিল। এমনকি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকার মজিদ সরণিতে অবস্থিত ‘গুহা ইন খুলনা’ রেস্টুরেন্টের ব্যবসা রয়েছে সাদিয়া- শুকুর দম্পতির। এটি খুলনার একমাত্র মাটির নিচে থাকা রেস্টুরেন্ট।

মার্চের শুরুতেই সাদিয়া দম্পতি সর্বশেষ এ রেস্টুরেন্টে এসেছিলেন। তবে রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের ভাষায়- ম্যাডাম (সাদিয়া) আটকের কিছুদিন আগে থেকে মালিকপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জিহাদ আল মামুনের।

তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুকুরের ভাই লিটনের মাধ্যমে তারা এ রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, কিছুদিন আগে র্যাব কর্মকর্তারাও রেস্টুরেন্টের মালিক সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন।

এদিকে নগরীর হরিণটানা থানার রাসেল সড়কে এ দম্পতির বহুতল ভবন রয়েছে। বাড়ির সামনে ১টি এবং গ্যারেজে ৪টি মোটরসাইকেল দেখা যায়। যার বেশিরভাগের রেজিস্ট্রেশন নেই। ভবনের নিচতলার ১টি ফ্ল্যাটে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক সরদার এবং অপরটিতে ভাড়াটিয়া রয়েছেন। পুরো বাড়ি সিসি ক্যামেরার আওতায়।

প্রতিবেদককে সাদিয়ার বড় ভাই মানিক বলেন, আমার বোন ষড়যন্ত্রের শিকার। সে কোনো ধরনের চোরাই স্বর্ণের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে রাজনীতি করায় তার অনেক শক্র হয়েছে। এছাড়া শুকুর জমির ব্যবসা করার কারণেও শত্রু বেড়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে শুকুরের ৪ কাঠা জমি আছে, যা নিয়ে পার্শ্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা আছে।

তবে তিনি স্বীকার করেন যে, শুকুর কয়েকদিন ধরে আত্মগোপনে রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে সাদিয়ার স্বামী শুকুর আলীর ব্যবহৃত সেলফোনে একাধিকবার ফোন এবং খুদে বার্তা দিলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।

জানতে চাইলে জাতীয় শ্রমিক লীগ মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রণজিত কুমার ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, সাদিয়া কেন্দ্র থেকে পদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলাম। নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৩১ জুলাই তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি (সাউথ) মোহাম্মদ এহসান শাহ বলেন, সাদিয়া সোনা চোরাই সিন্ডিকেটের মূল হোতা। তার বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় স্বর্ণালংকার চুরির মামলা আছে। পুলিশ চক্রটির সব সদস্যকে পাকড়াওয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। তার স্বামী শুকুর পলাতক। তার বিষয়েও খোঁজ নেয়া হচ্ছে। সাদিয়া দম্পতির সোর্স অব ইনকাম নিয়ে সন্দেহ আছে। এ চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে পুলিশ বা রাজনীতিবিদ কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাকে আটক দেখিয়ে আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাদিয়া দীর্ঘদিন চোরাই সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

সুত্র-যুগান্তর

পরিবার বা দলের কথায় খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না: ওবায়দুল কাদের

পরিবার বা দলের নেতাদের কথায় কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনের বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যদি চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনো সুপারিশ করেন, তবেই খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়া দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন। যেহেতু মানবিক কারণ বা চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন আদালত একাধিকবার নাকচ করে দিয়েছেন, তাই পরিবারের আবেদনে বা মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার সুযোগ নেই।

দল ও পরিবারের কথায় খালেদা জিয়ার জামিন বা মুক্তির সুযোগ নেই মন্তব্য করে সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা প্রয়োজন এ কথা শুধু তার দলের নেতা ও পরিবারের লোকজন বলছেন। তার চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসকরা সে কথা বলছেন না। সুতরাং স্বভাবতই তার জামিন বা মুক্তির কোনো সুযোগ নেই।

সুত্র-যুগান্তর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে নয় আদালতে যেতে হবে: খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে নয়। তার মুক্তির জন্য আইনের আশ্রয় নিতে হবে এবং আদালতে যেতে হবে।

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে হজ বুথ সেবা-২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ পাসপোর্ট ও বহির্গমন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দিন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের সচিব শহিদুজ্জামান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, ‘তার (খালেদা জিয়া) পরিবার থেকে একটা আবেদন করেছে। সেই আবেদন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাকে মুক্তি দিতে হলে আইনের আশ্রয় এবং আদালতে যেতে হবে।

আমরা আইন মন্ত্রণালয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি মতামতের জন্য। তারাই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন।’ আইন মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের বলেছে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, ‘দেখুন আইনের বাইরে তো আইনমন্ত্রী মহোদয় কিছু বলতে পারেন না। আবার আমরাও যেতে পারি না। আমরা যেখানে যা প্রয়োজন, তাই করছি।

তার আবেদনটা আমরা আইনি মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। আবারও বলছি, যা কিছু করতে হয়, এটা বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে, এর বাইরে কিছু হবে না।’

মুজিববর্ষের সার্বিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘অনুষ্ঠান সম্পর্কে গতকাল গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সঙ্গে বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক হয়েছে।

জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। ওখানে আমাদের যা যা বলা হয়েছে তাই আমরা অনুসরণ করব। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কী কী করবে সব অনুষ্ঠানসূচি আপনাদের তারাই জানাবে।

এখানে আমাদের কিছু বলার নেই।’ তিনি আরও বলেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং এই দেশের জনগণ উন্মুখ হয়েছিল তারা এই মুজিববর্ষটা হৃদয় দিয়ে পালন করবে। যে ভাইরাসের কথা বলা হচ্ছে সেটা আমাদের জনগণকে আটকে রাখতে পারবে না।

জনগণ যে যার জায়গা থেকে মুজিববর্ষ পালন করবে। যে কোনো কিছুতে

আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী সবসময় সজাগ থাকে। এই আনন্দের দিনে কেউ কোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা আমার মনে হয় করবে না বা সাহস করবে না।

সুত্র-যুগান্তর

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত হওয়ায় এমপি টগর কে ফুলেল শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন সংসদ সদস্য হাজি মো. আলী আজগার টগর এমপি কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়েছেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম রান্টু, জেলা পরিষদের সদস্য আবু জাফর, ইউসুফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী, দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি সহসভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম,আতিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মইফুল ইসলাম সহ সম্পাদক মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, যুবলীগ নেতা মঞ্জুর আহমেদ লিটন, আবু জাফর, বিল্লাল হোসেন, আক্তার হোসেন, তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় এমপি আলী আজগার টগর বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশটাকে সাংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে নিতে কাজ করছে বলেই আমরা এতটা পথ এগিয়ে আসতে পেরেছি।

যুবলীগ তাঁর আপন মহিমায় জাতির পিতার আর্দশ বুকে নিয়ে কাজ করে গেলে দ্রুতই আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা হবে।

উল্লেখ্য যে গত বছর কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যু তে পদ শূন্য হওয়ায় গত ৬ মার্চ কার্ষনিবাহী কমিটির সভায় ১ নং সিনিয়র সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি কে সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি

মুজিববর্ষ যেন আত্মপ্রচারের মাধ্যম না হয়: ওবায়দুল কাদের

বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মুজিববর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান যেন ‘আত্মপ্রচার’র মাধ্যম না হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে সহ্য করা হবে না। এ অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবেন না। মুজিববর্ষে কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না।

শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য দেন ওবায়দুল কাদের। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুজিববর্ষে পোস্টার, ব্যানার,

বিলবোর্ড করতে নেতাকর্মীদের কোনো বাধা নেই। তবে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড যেন ‘আত্মপ্রচারের মাধ্যম’ না হয়। পোস্টারে নাম দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের ছবি দেবেন না। বিলবোর্ড, পোস্টারে যাতে কারো ছবি না দেখি। এটা কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানের নাম করে কেউ ‘চাঁদাবাজির দোকান’ খুলবেন না। চাঁদাবাজি করে এ অনুষ্ঠান যাতে কেউ না করে। অমুক দোকানদারকে এত টাকা দিতে হবে, অমুক ব্যবসায়ীকে অত টাকা দিতে হবে, অমুক বাড়িওয়ালাকে অত টাকা দিতে হবে- এমন বাড়াবাড়ি কোনো অবস্থায় সহ্য করা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে বিনয়, ধৈর্য আর ত্যাগের শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষে ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যতটা সম্ভব বিনয়ী থাকবেন। মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। অনুরোধ করব, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে মুজিববর্ষের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবেন।

নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে এলাকায় কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যেন কেউ না হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি সুন্দরভাবে করবেন।

সুত্র-যুগান্তর